কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মনির হোসেন (২১) নামে একজন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকালে উপজেলার কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের বাহিরচর ইউনিয়নের দশমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মনির হোসেন ট্রাকের হেলপার ছিলেন। সে বগুড়ার সারিয়াকান্দি এলাকার সুরুজ আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে শ্যামলী পরিবহনের একটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস কুষ্টিয়া অভিমুখে যাচ্ছিল।

বিপরীত দিক থেকে আসা লালন শাহ সেতুগামী পাটের বস্তা বোঝাই ট্রাক পাবনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের দশমাইল নামক স্থানে এলে তার সামনের চাকা ব্লাষ্ট হয়ে যায়। ফলে ট্রাকটি মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং দুই পরিবহনের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ট্রাকের হেলপার মনির হোসেন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

এ ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এসময় দুর্ঘটনাস্থলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ভেড়ামারা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ওসি শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, সকালে পাবনা-কুষ্টিয়া হাইওয়ের ১০ মাইলে শ্যামলী পরিবহন ও মালবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ট্রাকের হেলপার ঘটনাস্থলেই মারা যান। লাশ স্বজনদের বুঝিয়ে দিয়ে আইন অনুযায়ী পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় রূপালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিশার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতারসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত ২০ ও ২১ জুন ২০২৬ তারিখে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দিশার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।

দুই দিনব্যাপী এ পরিদর্শনকালে তারা সংস্থার বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, কার্যকারিতা এবং স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এসব কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন তারা।

পরিদর্শনকালে রূপালী ব্যাংকের প্রতিনিধিদল মাঠপর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তারা উপকারভোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেন।

এ সময় সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এম এ সালাম, উপনির্বাহী পরিচালক এম আর ইসলাম, সহকারী নির্বাহী পরিচালক নাজমুস সালেহীনসহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তারা দিশার বিভিন্ন কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন।

পরিদর্শন শেষে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিশা দীর্ঘদিন ধরে যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক

ভূমিকা রাখছে।

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতারও বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দিশার সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক নাজমুস সালেহীন জানান, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। রূপালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এই পরিদর্শন ভবিষ্যতে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে উৎসাহ জোগাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরিদর্শন শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উন্নয়ন সহযোগিতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জমি দখলের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার শেহালা গ্রামে জমির মালিকানা ও দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। আদালতের ১৪৪/১৪৫ ধারা জারির পরও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দখলচেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং বাগানের ফল সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন মৃত ইয়াসিন আলী শেখের ছেলে হাসানুজ্জামান বাবু।

হাসানুজ্জামান বাবু বলেন, স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে বিনিময় সূত্রে তাঁর বাবা ৪.৩৩ একর সম্পত্তির মালিক হন। সম্পত্তিটি আরএস ও খারিজি খতিয়ান নং-৫৩৬ এর আওতাভুক্ত এবং মোট ১৪টি দাগে বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাজনা পরিশোধ করে তারা জমি ভোগদখল করে আসছেন।

তবে আরএস রেকর্ডের সময় ভুলক্রমে তাঁর বাবার নামের সঙ্গে চাচাতো

ভাইবোনদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণে তাঁর বাবা তৎকালীন দৌলতপুর সহকারী জজ আদালতে স্বত্ব ঘোষণার মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১০৯/৯৩, তারিখ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩। আদালত ৬ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখে দুই পক্ষের শুনানি শেষে তাঁর বাবার অনুকূলে স্বত্ব রয়েছে মর্মে ডিক্রি জারি করেন।

তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট জমির সরকারি খাজনা ২০২৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের ১ মার্চ তাঁর বাবার চাচাতো ভাইদের সন্তানরা শরিফুলের নেতৃত্বে রেকর্ডের দোহাই দিয়ে জমির একটি অংশ দখলের চেষ্টা করে। বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানালে ৫ মার্চ স্থানীয়ভাবে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রতিপক্ষ ভুল স্বীকার করলেও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে পুনরায় জমি দখলের চেষ্টা শুরু করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

স্থানীয়ভাবে সমাধান না হওয়ায় গত চলতি বছরের ১৫ মার্চ কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি ও তাঁর ভাইবোনেরা মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর দৌলতপুর মিস-১৫৪/২৬। মামলায় শরিফুলসহ ১১ জনকে বিবাদী করা হয়।চেয়ারম্যানকে অবহিত করলে তিনি ০৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে স্থানীয়ভাবে শালিশ মিমাংশার ব্যবস্থা করেন। শালিশ মিমাংশায় শরিফুল গং ভুল স্বীকার করে কিন্তু পরদিন থেকেই তা অস্বকীর করে দখল রাখতে চেষ্টা অব্যহত রাখেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শরিফুল গং দের বোঝানোর একাধিক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আমাকে আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ১৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুষ্টিয়াতে আমি আমার ভাইবোনদের পক্ষে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করি যার নং-দৌলতপুর মিস: ১৫৪/২৬ এবং বিবাদীগণ। বিবাদীরা হলেন -শরিফুল, আশরাফুল, সাজ্জাদ, সিরাজুল, জামু, লিয়াকত, পিতা-জালী শেখ, মনিরুল ,আসাদুল, রাজ্জাক, খাইরুল, রিপন।

মামলার পর আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন এবং ২০ মে বিবাদীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন।

পরে বিবাদীরা আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করলে আদালত আগামী ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ ধার্য করেন।

তার অভিযোগ, আদালতের ১৪৪ ধারা জারির পরও বিবাদীরা সংঘবদ্ধভাবে তা অমান্য করে জমিতে প্রবেশ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাগানের আম-কাঁঠাল পেড়ে নেওয়া এবং অন্যান্য ফসল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে তারা

চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা ওই জমিতে কাজ করতে দেখেছেন বাদীপক্ষকে। তাদের ভাষ্য, কয়েক মাস আগে থেকে জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তারা জমিটি হাসানুজ্জামান বাবুদের পরিবারের দখলে দেখে আসছেন।

জমির লিজগ্রহীতা আক্তার বলেন, “দুই বছর ধরে লিজ নিয়ে জমিতে ঘাষের আবাদ করছি। জমিতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন গালিগালাজ ও হুমকি দেয়। জমির মূল মালিক বাবু ভাই আমাদের আইনের আশ্রয় নিতে বলেছেন এবং কোনো সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করেছেন।”

অভিযুক্ত পক্ষের শরিফুলকে জমির খাজনার কাগজপত্র দেখাতে বলা হলে তিনি তা উপস্থাপন করতে পারেননি।

এসময় বলেন, “কাগজপত্রে যদি জমি আমাদের হয়, তাহলে আমরা তা নেব। অন্যথায় নেব না। আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব।”

বেড়া দিয়ে জমি দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আগে আমাদের দেওয়া বেড়া ছিল। তারা ১৪৪ ধারা জারির পরও সেই বেড়া সরিয়ে ফেলেছে। তাই আমরা পুনরায় বেড়া দিয়েছি।”

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার এএসআই বিপ্লব হোসেন জানান, ঘটনার তদন্ত করে গত ৮ জুন দণ্ডবিধির ১০৭/১৭৭ (সি) অনুয়ায়ী প্রতিবেদন দাখিল করেছি। বিবাদীপক্ষরা আইন অমান্য করে আদালতে বিচারাধীন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাদি পক্ষের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে বলে প্রতিয়মান হওয়ায় প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে।

আদালত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিবাদীদের গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করবেন বলে আশা করি।

কুষ্টিয়ায় পাথরবোঝাই ট্রাক উল্টে চালক ও হেলপার নিহত

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস এলাকায় পাথর বোঝাই ট্রাক উল্টে ড্রাইভার ও হেলপার নিহতের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (২১ জুন) সকাল ৮টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক আনিসের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। তবে নিহত হেলপারের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সেকেন্দার আলী জানান, সোনামসজিদ স্থলবন্দর থেকে পাথর বোঝাই করে ট্রাকটি খুলনার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। পথে কুষ্টিয়া বাইপাস এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকটি সড়কের পাশের মাঠে উলটে পড়ে। এ সময় ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ট্রাকচালক আনিসের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হেলপার পাথরের নিচে চাপা পড়ায় দীর্ঘ সময় উদ্ধার অভিযান চালিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে হাইওয়ে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় গ্রাম আদালত বিষয়ক জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ৯ নম্বর পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক ক্যাম্পেইন ও ভিডিও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৪ জুন) আয়োজিত এ কর্মসূচিতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম,

সুবিধা এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার চিফ লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) পারুল আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) মো. তারিক হাসান এবং মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত আমান আজিজ।

বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত স্থানীয় পর্যায়ে সহজ, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা ও অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে ন্যায়বিচার পেতে পারেন। তাই গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে এ সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ব্যবস্থাপক মো. ফিরোজ হোসেন, উপজেলা সমন্বয়কারী শিউলী আক্তার ও তৈমুর হায়াতী, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, গ্রাম পুলিশ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে এ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আয়োজকরা জানান, জনগণের মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতেই এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আতাউর রহমান (৫০) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শুভ হোসেন ও হুমায়ুন কবির নামে আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার (১৩ জুন) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতাউর রহমান দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের গড়ুড়া ফুটানিপাড়া এলাকার মৃত উজির বিশ্বাসের ছেলে।

আহতরা হলেন কৈপাল এলাকার শুভ হোসেন (৩৫) ও হুমায়ুন কবির (২১)। তাদের মধ্যে শুভ হোসেনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত হুমায়ুন কবির দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাঠপাড়া এলাকায় দুটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আতাউর রহমানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে

পুশইনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১২ জনকে পুশব্যাক করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চর বিলগাথুয়া সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনতা তাদের পুনরায় সীমান্তবর্তী মাথাভাঙ্গা নদী পার করে ভারতীয় সীমানায় ঠেলে দেয়।

শুক্রবার (১২ জুন) ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩ এস সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে বিএসএফ ওই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। বিজিবি সূত্র জানায়, ওই ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন পুরুষ, চারজন নারী এবং চারজন শিশু রয়েছে। বর্তমানে ওই ১২ জন ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের বাইরের অংশে অবস্থান করছে।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত দিয়ে যেই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান হয়েছে তারা যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এ কাজে স্থানীয় সীমান্তবাসীও সহযোগিতা করছে।

প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান মুকুল জানান, আজ ভোরের দিকে ভারত থেকে ১২ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও বিজিবি যৌথভাবে তাদের প্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করেছে।

প্রাগপুর বিওপির দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবেদার আসাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ১২ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তারা বর্তমানে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৩

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাব-১২ এর অভিযানে তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার (১০ জুন) বিকেলে উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। রাতে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বলিদাপাড়া এলাকার নাসিমা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় ওই বাড়ি থেকে ১৩৫ পিস ইয়াবা ও ১৬ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে দিপু হোসেন (৩০), বদর উদ্দিন মালিথার ছেলে চাঁদ আলী মালিথা (৪৫) এবং গোপালপুর গ্রামের বাহার আলী মল্লিকের ছেলে শামীম মল্লিক (৩৫)।

তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক নাসিমা খাতুন কৌশলে পালিয়ে যান বলে জানিয়েছে র্যাব।

র্যাবের দাবি, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় পলাতক নাসিমা খাতুনসহ আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মিরপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
র্যাব-১২ জানায়, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক নির্মূলে তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

কুষ্টিয়ার বটতৈল ইউনিয়নের বড়িয়া এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত ও চক্ষু রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকাল থেকে বেগম হামিদা সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে রোগী পরীক্ষা ও নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

“অন্ধজনে দেহ আলো” প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে সিদ্দিক ফাউন্ডেশন এবং খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল।

শিবিরে আগত প্রায় ৫ শতাধিক চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরীক্ষার পর যেসব রোগীর ছানি অপারেশনের প্রয়োজন হবে, তাদের বাছাই করা হবে।

সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের সদস্য কাজী বাবুল বলেন, গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় চক্ষু চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে এবং প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব কমিয়ে আনতেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক অসহায় মানুষ নতুন করে আলোর মুখ দেখার সুযোগ পাবেন।

বেগম হামিদা সিদ্দিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম জানান, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে চক্ষু রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে এ ধরনের সেবামূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

চক্ষু শিবিরে অংশগ্রহণকারী রোগী আব্দুল গফুর জানান, দীর্ঘদিন

ধরে চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগলেও আর্থিক ও যোগাযোগগত কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারিনি। বিনামূল্যের এই আই ক্যাম্পের মাধ্যমে আমি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও পরীক্ষা সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছি।

উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ১৯৯৫ সালে বড়ীয়ায় মায়ের নামে এই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও সিদ্দিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকান্ড করে আসছে।

জ্ঞানভান্ডার: কুষ্টিয়ার পাঠক সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস

কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর ট্রাফিক অফিসের পাশেই রয়েছে একটি পরিচিত নাম— জ্ঞানভান্ডার। বাইরে থেকে এটি একটি সাধারণ স্টেশনারি ও ফটোকপির দোকান মনে হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কুষ্টিয়ার বই, পত্রিকা ও পাঠক সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় ২৭ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন মুকুল শেখ। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দেখেছেন পাঠকের আগ্রহ, সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের নানা রূপ।

বর্তমানে জ্ঞানভান্ডারে সংবাদপত্র বিক্রির পাশাপাশি ফটোকপি, কম্পিউটার প্রিন্ট, স্টেশনারি সামগ্রীসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসার পরিধি বাড়লেও প্রতিষ্ঠানটির নাম ও ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

দোকানের নাম ‘জ্ঞানভান্ডার’ কেন রাখা হয়েছিল জানতে চাইলে মুকুল শেখ বলেন,

“আমি প্রায় ২৭ বছর ধরে এই দোকান পরিচালনা করছি। তবে আমার আগেও এখানে রবীন্দ্রনাথ সেন বই-পুস্তক বিক্রি করতেন। তখন থেকেই দোকানের নাম ছিল ‘জ্ঞানভান্ডার’। মূলত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা

বিক্রি হতো বলেই এই নাম রাখা হয়েছিল। জ্ঞান অর্জনের জন্য তো বই-পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই নামের মধ্যেই সেই ভাবনাটা রয়েছে।”

একসময় জ্ঞানভান্ডার ছিল কুষ্টিয়ার সংবাদপত্রপ্রেমী মানুষের অন্যতম ঠিকানা। সকাল হলেই জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকা কিনতে মানুষের ভিড় লেগে যেত। দিনের শুরুতেই খবরের কাগজ হাতে নেওয়া ছিল অনেকের অভ্যাস।

কিন্তু সময় বদলেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের সংবাদ গ্রহণের মাধ্যমও। এখন আর আগের মতো পত্রিকা বিক্রি হয় না।

মুকুল শেখ আক্ষেপের সুরে বলেন, “আগে সকাল হলেই পত্রিকা কিনতে মানুষের ভিড় লেগে থাকত। জাতীয় ও স্থানীয় অনেক পত্রিকা বিক্রি হতো। এখন মানুষ মোবাইল ফোনে খবর পড়ে। ফলে পত্রিকার বিক্রি অনেক কমে গেছে। তারপরও কিছু নিয়মিত পাঠক আছেন, যারা এখনও প্রতিদিন পত্রিকা কিনতে আসেন।”

প্রবীণ পাঠক আব্দুল কাদের বলেন, “একসময় সকালে পত্রিকা না পড়লে দিনই শুরু হতো না। দেশের খবর, খেলাধুলা, সাহিত্য থেকে শুরু করে সবকিছুই জানতাম পত্রিকার মাধ্যমে। এখন মানুষ মোবাইলে খবর পড়ে, কিন্তু কাগজের পত্রিকার যে আলাদা অনুভূতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে, তা কখনো হারিয়ে যাবে না। জ্ঞানভান্ডারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।”

স্থানীয় দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক বলেন,

“সংবাদপত্র শুধু খবর পরিবেশন করে না, এটি সমাজের ইতিহাস সংরক্ষণ করে। ডিজিটাল যুগে প্রিন্ট মিডিয়া নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও সংবাদপত্রের গুরুত্ব এখনও ফুরিয়ে যায়নি। জ্ঞানভান্ডারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠক ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।”

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী লাকী মিজান বলেন,

“কুষ্টিয়ার সংবাদপত্র সংস্কৃতির সঙ্গে জ্ঞানভান্ডারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি পাঠকদের হাতে পত্রিকা পৌঁছে দিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে ব্যবসার ধরন বদলালেও জ্ঞানভান্ডার এখনও জ্ঞানচর্চা ও পাঠাভ্যাসের একটি নির্ভরযোগ্য

ঠিকানা। এটি শুধু একটি দোকান নয়, কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও অংশ।”

ডিজিটাল যুগে কাগজের পত্রিকার পাঠকসংখ্যা কমে গেলেও জ্ঞানভান্ডার এখনও অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বই, পত্রিকা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রতীক হয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজও স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক না কেন, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কখনো ফুরিয়ে যায় না। কুষ্টিয়ার পাঠক সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই জ্ঞানভান্ডার শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি স্মৃতি, একটি ঐতিহ্য এবং একটি জীবন্ত ইতিহাস।